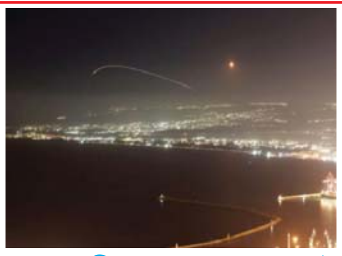

এবার হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় কাঁপল ইসরায়েল!

সারে-জমিন

ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন শিকদারপুর গ্রামে

রূপসী বাংলা

অতিশ্রমে শ্রান্ত ভারত, সেরে ওঠার উপায় কী

সম্পাদকীয়

ত্রাণ বিলি আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনীদের

রূপসী বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৫ অক্টোবর, ২০২৪
১৯ আশ্বিন ১৪৩১
১ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টি-টোয়েন্টি: বিক্ষোভ নিষিদ্ধ গোয়ালিয়রে

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 271 ■ Daily APONZONE ■ 5 October 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব রহ. প্রতিষ্ঠিত

মামূন ন্যাশনাল স্কুল

প্রতিষ্ঠাতা
গোলাম আহমাদ
মোর্তজা রহ.

সেন্ট্রাল অফিস এবং বয়েজ ক্যাম্পাস
মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
গার্লস শাখা
১. শ্যামসুন্দরপুর (পানাগড়), পূর্ব বর্ধমান
২. নজরুল পল্লী, পান্ডুয়া, হুগলি

মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ

অভিনন্দন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের

মাধ্যমিক ২০২৪ সাফল্য

রাজ্যে ১১তম
৬৮৩ (৯৭.৫৭%)
জেনিফা শবনম

রাজ্যে ১৯তম
৬৭৫ (৯৬.৪%)
নাজরীন সুলতানা

রাজ্যে ১৯তম
৬৭৫ (৯৭.৫৭%)
মাহিবুর রহমান

রাজ্যে ২০তম
৬৭৪ (৯৬.৩%)
মুস্তাক আহমেদ মণ্ডল

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪ সাফল্য

(৯৪.৬%)
বিলকিস রেহানা

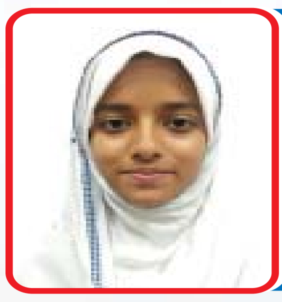

(৯৪.৪%)
নুরজাহান খাতুন

(৯৩.৬%)
সানিয়া সুলতানা

(৯২.৮%)
হাবিবুর রহমান গাজী

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেনি
ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫

পরীক্ষার তারিখ : ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

সময় : বেলা ১২টা

অনলাইন ও অফলাইনে ফরম ফিলাপ করা যাবে।
অনলাইনে ফরম ফিলাপ করার জন্য ওয়েবসাইট
www.mamoonnationalschool.org
লগ্ ইন করুন বা QR স্ক্যান করুন
অফলাইন-এ ফরম পাওয়া যাচ্ছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম

- পূর্ব বর্ধমান : মামূন ন্যাশনাল স্কুল মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, মামূন ন্যাশনাল স্কুল শ্যামসুন্দরপুর, পানাগড়, পূর্ব বর্ধমান
- হুগলি : মামূন ন্যাশনাল স্কুল, পান্ডুয়া হুগলি
- মুর্শিদাবাদ : আল-ফালাহ মিশন, ভাকুড়ী মোড়, বহরমপুর
- বীরভূম : জয়কৃষ্ণপুর হাইস্কুল, জয়কৃষ্ণপুর (রামপুরহাট), বীরভূম
- দঃ ২৪ পরগনা : মাইকেল ইংলিশ মিডিয়াম, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা

ইয়াতীম বা পিতৃহারা ছাত্রীদের জন্য বিনা খরচে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনার সম্পূর্ণ সুযোগ।

ভর্তি পরীক্ষার ফরমে ইয়াতীম কথাটি উল্লেখ করুন।

যোগাযোগ : ৯১৫৩ ৪৩৪ ০১২ / ৭০৭৬ ০৯৫ ৬৬৬

E-mail : mamoonschool@gmail.com

প্রথম নজর

বিশেষ উদ্যোগ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শারদোৎসবের আগে দুঃস্থ পরিবার গুলির কচিকাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে বিশেষ উদ্যোগ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতাধিক শিশুর হাতে পোশাক তুলে দেওয়া হলো।উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী, জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক সহ ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। জেলা পুলিশ সুপার বলেন, পুলিশ সমাজের বন্ধু, এই বার্তাই আমরা দিতে চাই।

পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠকে লোকপুর থানা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দিন কয়েক পরেই শারদীয়া দুর্গোৎসব।চারিদিকে সাজো সাজো রব।পুজোর চারদিন মেতে উঠবে আপামর বাঙালী। সেই দুর্গোৎসব চলাকালীন কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর জেলা পুলিশ প্রশাসন।এদিন শুক্রবার বীরভূম জেলার লোকপুর থানার আয়োজনে এবং থানার সভাকক্ষে থানা এলাকার দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।সকল পুজো উদ্যোক্তাদের লোকপুর থানা পুলিশের তরফে সরকারী নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবগত করা হয়। কোথায় কবে কিকি অনুষ্ঠান হবে,বিসর্জনের দিন কবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং সেই মোতাবেক চলার বার্তা। পুজো চলাকালীন কোনোরকম ডি জে বক্স না বাজানো,উচ্চস্বরে মাইক না বাজানো,মদ্যপান থেকে বিরত থাকা,কোনরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করা সহ বিবিধ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবগত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার ও সি পার্থ কুমার ঘোষ,এস আই প্রবীর মন্ডল,এ এস আই নয়ন ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ রায় প্রমুখ।

পড়ুয়াদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে স্কুলে পুতুল নাচ শো

আজিম শেখ ● সাঁইথিয়া

আপনজন: বীরভূমের সাঁইথিয়ার রাঢ়কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ সকাল ১১টা থেকে বৈকাল ৪ টে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল একদিনের পাপেট কর্মশালা ও পাপেট শো। আধুনিক বিনোদনের উপকরণের দাপটে বাংলা থেকে যে সকল সংস্কৃতি আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো পাপেট শো। সেগুলো যাতে ফিরে আসে এবং পাপেট সমাজ সচেতনতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্যে এই কর্মশালা ও শো। যেখানে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে।এই কর্মশালা পরিচালনা করেন রাঢ়কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়া চক্রের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক। ভারত সরকারের সি সি আর টি এর সহযোগিতায় শিক্ষকরা পুতুল কর্মশালায় প্রশিক্ষণ নেন।স্কুলের সহকারী শিক্ষক ধীমান মন্ডল জানান আসামের গোয়াহাটি সি সি আর টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।যেখানে দেখানো হয় স্টিক পাপেট গ্লাপ্স পাপেট, শ্যাডো পাপেট স্টিং পাপেট,ফিঙ্গার পাপেট।চটজলদি কি করে এই পুতুল তৈরি করে নিতে পারে ছাত্রছাত্রীরা তা এই কর্মশালাই দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ সাহা এবং আরো অন্যান্য সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

পুজোর সময় বিক্ষোভ হলে পুলিশ তা সামলে নেবে: মনোজ ভার্মা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: দুর্গাপূজার কদিন কলকাতা পুলিশ সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে রাস্তায় ভিড় সামলাবে। আর জি কর ইস্যুতে কোন বিক্ষোভ হবে না আশা করা যায়। আর যদি হয় তাহলে কলকাতা পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবে। শুক্রবার কলকাতার পূজো গাইডের উদ্বোধনে উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন কলকাতার নয়া পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি বলেন ২০০৭ সালে তিনি নিজে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিকের দায়িত্বে ছিলেন। তাই পূজোর সময় ভিড় সামলে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে কলকাতা পুলিশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিটি পুজো কমিটি সদস্যরা কলকাতা পুলিশকে সহযোগিতা করে। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিবছরের মতো এবারও শহরে ভিড় সামলাতে ও ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে কলকাতা পুলিশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। উৎসবের দিনগুলোতে ভিড় সামলাতে ও ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে কলকাতা পুলিশের যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার অপরিকল্পনা নেওয়ার তা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। তিনি কলকাতা পুলিশের সকল সিনিয়র অফিসার এবং কলকাতা পুলিশের পরিবারবর্গকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানান। পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার বিশ্বাস কলকাতা পুলিশ প্রতিবারের মতো এবারও পূজোর দিনগুলিতে ভিড় সামলে ও ট্রাফিক চলাচল সচল রেখে সকলের প্রশংসা অর্জন করবে। আরজিকর ঘটনায় যদি শহরের বুকে কোন বিক্ষোভ বা কিছু ঘটে তাহলে কলকাতা পুলিশ তা সামলে নেবে বলে মনে করেন নয়া পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কলকাতা শহরে নির্বিঘ্নে দুর্গাপুজোর কদিন পার করতে কলকাতা পুলিশ সমস্ত ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে নয়া পুলিশ কমিশনার সাংবাদিকদের পুজো গাইড ম্যাপের উদ্বোধনে এসে স্পষ্ট জানান।

বিশ্বভারতী কোঅপারেটিভ ব্যাংকে ফের ডেপুটেশন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া বিশ্বভারতীর সমবায় ব্যাংকে বিভিন্ন রকম টালবাহানা চলছে। বহুদিন যাবত নির্বাচন হচ্ছে না, গ্রাহকরা পাচ্ছেন না সুষ্ঠ পরিষেবা, লগ্নীকারীরা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত। এর আগে গুরুতর এই অভিযোগ কে সামনে রেখে সমবায় ব্যাংকের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহক ও লগ্নিকারীরা। কিন্তু কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি, তাই ফের আবার ডেপুটেশন দেওয়া হল বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ব্যাংকে। ১৯২৭ সালে পথ চলা শুরু করে এই সমবায় ব্যাংক। ব্যাংকে অধিকাংশ গ্রাহক বিশ্বভারতীর কর্মী, আধিকারিক, অধ্যাপকরা। ঋণ থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্ট সবটাই রয়েছে এখানে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মছলন্দপুরে স্টেশন রোডের রাস্তা যেন আস্ত একটা পুকুর

মনিরুজ্জামান ● মছলন্দপুর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের উপর দিয়ে গিয়েছে হাবড়া থেকে বসিরহাট রাস্তা।ব্যস্ততার দিক দিয়ে মছলন্দপুর অনেককেই টেক্কা দেবে।

বর্তমানে প্রায় ধারাবাহিক বৃষ্টির ফলে মছলন্দপুরে স্টেশন রোডে ঢোকার মুখে এই রাস্তা পুকুরের আকার নিয়েছে।এরফলে পথচলতি পথচারীদের যাতায়াত করতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে তাদেরকে দু'পাশ দিয়ে অনেক কসরত করে যাতায়াত করতে হচ্ছে।ব র্ষার সময় জল ভর্তি থাকলে গাড়ির ড্রাইভারদেরও বোঝা মুসকিল রাস্তার এই অংশের গভীরতা কতটা।

নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু পরিদর্শনে জেলাশাসক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু পরিদর্শনে নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ। তার সঙ্গে পি ডব্লিউ ডি রোড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অন্তরা আচার্য, খতিয়ে দেখলেন সেতুতে ফাটল ধরা পরিস্থিতি। নবদ্বীপের ফাটল ধরা গৌরাঙ্গ সেতু পরিদর্শনে জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ এবং পি ডব্লিউ ডি রোড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অন্তরা আচার্য। প্রসঙ্গত গতকাল নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতুতে এক্সটেনশন প্লেট বসে যাওয়ায় ফাটল দেখা দেয়। তার পরই যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীতে রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ঘটনাস্থলে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার দের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। তবে আজ সকাল হতেই নদীয়ার জেলাশাসক কে সঙ্গে নিয়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন পি ডব্লিউ ডি রোড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অন্তরা আচার্য। তিনি এবং জেলাশাসক ঘটনাস্থলে এসে ভাঙা ব্রিজ পরিদর্শন করলেন। এ বিষয়ে পি ডব্লিউ ডি রোড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অন্তরা আচার্য জানান, কলকাতা থেকে সকল ইঞ্জিনিয়ার রা এসেছেন, আমরা ব্রিজটি খতিয়ে দেখছি। যেহুতু অনেক পুরোনো ব্রিজ তাই কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে পি ডব্লিউ ডি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল পদক্ষেপ নিয়ে ব্রিজে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করছে। তবে বর্তমানে ব্রিজে ভারী যান চলাচল এখন বন্ধ রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

ভবাদিঘি বাঁচিয়ে রেল লাইন পাতার দাবিতে অভিনব উদ্যোগ গ্রামবাসীদের

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● গোঘাট

আপনজন: গোঘাট - বিষ্ণুপুর রেলপথটি জুড়ে যাক। চালু হোক রেল। সুগম হোক অসংখ্য মানুষের যাতায়াতের পথ। ভাবাদিঘি সংলগ্ন গ্রামের মানুষও তাই চান। তাঁদের শুধু একটিই আবেদন, রেলপথ হোক, রেল চলুক, শুধু দিঘি বাঁচিয়ে। দিঘির উত্তর পাড়ের ফাঁকা জমির উপর দিয়ে। কেননা দিঘির সঙ্গে জড়িয়ে পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবিকা জীবনযাপন, সংস্কৃতি, বাস্তুতন্ত্র। গ্রামবাসীরা জানে প্রকৃতি বাঁচলে পৃথিবী বাঁচবে। পৃথিবী বাঁচলে মানুষও বাঁচবে। এছাড়া দিঘির উপর নির্ভরশীল ২৫৪টি প্রান্তিক পরিবার। মাছ চাষই যাঁদের একমাত্র জীবিকা। ওই প্রান্তিক পরিবারগুলিও একান্ত ভাবেই পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল। তাই পরিবেশ রক্ষার তাগিদে তাঁরা চাইছেন ৫২ বিঘার জলাশয় ও তার বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে। সেই উদ্দেশ্যেই আগামী ৯ অক্টোবর ২০২৪ সকাল ১০টা থেকে দিঘি ঘিরে আয়োজন করেছেন বৃক্ষ রোপণ উৎসব। শারদ উৎসবের পাশাপাশি প্রকৃতির উৎসবে ওঁরা সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি সকলের জন্য সামান্য খিচুড়ির আয়োজনও করবেন ওঁরা। এই আয়োজনে সামিল হয়েছে ভাবাদিঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চ। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এপিডিআর হুগলি জেলা সম্পাদক কমল দত্ত জানিয়েছেন, তারা চাইছেন রেল মন্ত্রক, রাজ্য সরকার ও গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় রেল চলুক, দিঘি বাঁচুক।

ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন সামশেরগঞ্জের শিকদারপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের শিকদারপুর গ্রাম। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির সাথে শুক্রবার সকাল থেকে গঙ্গায় তলিয়ে গেল প্রায় পাঁচটি বাড়ি। তলিয়ে গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা এবং ফাঁকা জমি।

একসাইডে গঙ্গা ভাঙান হতে হতে হঠাৎ করে অন্য সাইডে ভাঙ্গন প্রবেশ করাই কার্যত বাড়িঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সবকিছু গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এলাকা জুড়ে যেন আতঙ্ক আর হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গা গর্ভে বাড়ির যাবতীয় মালামাল এবং আসবাবপত্র তলিয়ে যাওয়াই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। আশেপাশে প্রায় শতাধিক পরিবার বাড়ির শেষ আসবাবপত্র টুকু নিয়ে অন্যত্র পালানোর চেষ্টা করছেন। গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, কয়েকদিন ধরে লাগাতার জলস্তর কমলেও এই মুহূর্তে গত দুদিন থেকে ব্যাপক পরিমাণে বেড়েছে গঙ্গার জল। যেভাবে জল বাড়ছে তাতে ভাঙ্গনের আতঙ্ক আর উদ্বেগ আরো ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন সোনারপুরের তরুণ সন্তু দে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: এবার সোনারপুরের এক গবেষক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।আর এই খবরে গবেষকের পরিবারের লোক সহ সোনারপুরে বাসিন্দারা সবাই আনন্দে আত্মহারা। গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন সোনারপুরের অধ্যাপক। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির তরফে প্রতিবছরই পৃথিবীর সমস্ত গবেষকদের গবেষণা পত্র থেকে বাছাই করা দুই শতাংশ গবেষকের নাম প্রকাশিত হয়। সেই তালিকাতেই এই বছর জায়গা পেয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মভূমি সোনারপুরের কোদালিয়ার বাসিন্দা সন্তু দে।

আসানসোলের বিধান চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক সন্তু তাঁর ম্যাথামেটিকাল ফিজিক্সের উপর বিশেষ গবেষণা পত্রের জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছেন।দীর্ঘ দিন ধরে শুধু মাএ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন সন্তু। বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। স্কুলে বরাবর তিনি প্রথম হয়েছেন। স্কুল পেরিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন।

আইআইটির ডাক উপেক্ষা করে যাদবপুর থেকেই পিএইচডি করেছেন।

বলা বাহুল্য, এরআগে ২০২৩ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির তরফে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ছয় অধ্যাপক ও গবেষক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে ছিলেন। এরপর ফের বাংলার অধ্যাপক পেলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

আর তাতেই বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল হল বাংলার নাম। এত কম বয়সে গোটা ভারতেই এমন স্বীকৃতি খুব কম মানুষই পেয়েছেন। সন্তু পড়াশোনায় বরাবরই ভালো ছিল। ও গরিব বাড়ির সন্তান। বাবা-মায়ের নিরলস প্রয়াসেই সন্তুর এই সাফল্য। সে অনেকগুলি IIT-তেই PHD-র জন্য ও সুযোগ পেয়ে ছিল। কোনওটায় না গিয়ে যাদবপুরকেই বেছে নিয়েছিল। বাংলা ছেড়ে সে যেতে চায়নি। আর আজ তাঁর এই স্বীকৃতি বাংলার মানুষের কাছে গর্বের।সন্তুর সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা, মা, দাদা থেকে শুরু করে ছোটবেলার স্কুলের শিক্ষক ও। সকলেরই আশা আন্তর্জাতিক স্তরে আরও সাফল্য পাবে সন্তু।

দারুণ এই সাফল্য পেয়ে স্বভাবতই খুশি সন্তু নিজেও। তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি পাবো আমি ভাবিনি। আমি আগামী দিনে আমার এই গবেষণার কাজকে আরও অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

টাকা আত্মসাৎ নিয়ে পুজো কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের থানায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দহী শিবটোলা গ্রামে দুর্গাপুজোর অর্থনৈতিক হিসাব নিয়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পুজো কমিটির বিরুদ্ধে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে গ্রামবাসীরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন পুজো কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত কুমার সিংহ এবং কোষাধ্যক্ষ ভীম সিংহ। গ্রামবাসীদের দাবি, গত দশ বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে চারটি গ্রাম—বরদহী, কাকরমনি, ঠাকুরপাড়া, এবং জালীপাড়ার মানুষের চাঁদা ও রাজ্য সরকারের অনুদানের অর্থে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে পুজো কমিটির তরফ থেকে কোনো অর্থনৈতিক হিসাব দেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের মতে, পুজোর আয়-ব্যয় নিয়ে কমিটির সদস্যরা বারবার অনুরোধ করলেও, কমিটির পক্ষ থেকে কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

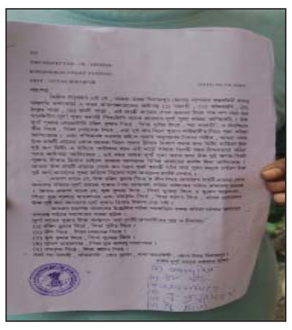

বৃহস্পতিবার রাতে, পুজো কমিটি গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা পুজো কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের কাছে পুজোর টাকার হিসেব চান। কিন্তু কমিটির পক্ষ থেকে সেই হিসেব দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, যা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কমিটির সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

পুজো কমিটির বিরুদ্ধে বরদহী, কাকরমনি, ঠাকুরপাড়া, এবং জালীপাড়ার গ্রামবাসীরা করনদিঘী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও পুজো কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত কুমার সিংহ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেন, "পুজোর টাকার কোনো গড়মিল নেই, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে।"

পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন জেলা পুলিশ সুপার। শুক্রবার বালুরঘাটে নিজের দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা পুলিশ সুপার বালুরঘাট শহরের পুজোর গাইড ম্যাপের শুভ সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও হাজির ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। এবারে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পুজো দেখার জন্য পুজোর সময় যানবাহন চলাচলের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। বালুরঘাট টাউন এর মধ্যে কিভাবে টোটো সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করবে, কখন কখন চলাচল করতে পারবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন পুলিশ সুপার। কীভাবে দর্শনার্থীরা যাতায়াত করবেন, তার বিস্তারিত এই ম্যাপে দেওয়া রয়েছে।

ত্রাণ বিলি আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনীদের সংগঠন আল-আমীন প্রত্যয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা কবলিত ছত্রশাল এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসাবে ২০০ পরিবারে হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, চিনি, লবন, চিড়ে, ছাতু, বিস্কুট) এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট প্রকৌশলী আব্দুল মাবুদ মণ্ডল, সহকারী সম্পাদক শিক্ষক আসাদুজ্জামান, শিক্ষক মুর্শিদুল ইসলাম এবং শিক্ষক শামীম আহমেদ। স্থানীয় স্তরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের প্রাণ পুরুষ জনাব জামাল উদ্দিন বিন ইব্রাহিম সাহেব এবং যুব মিলন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জনাব শেখ নাজিম সাহেব। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মাবুদ মণ্ডল বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য এই ত্রাণ, তবুও মানুষ আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন। আগামীতে চিকিৎসা শিবিরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বন্যা পরবর্তী রোগ ব্যাধির প্রকোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। আল-আমীন মিশনের আদর্শকে সামনে রেখে আল-আমীন প্রত্যয় ফাউন্ডেশন নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষের জন্য। পাশে দাঁড়াচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের।

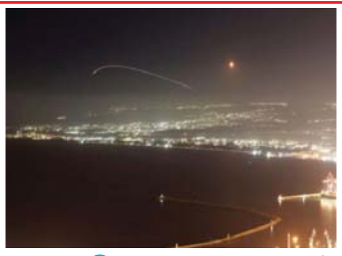

এবার হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় কাঁপল ইসরায়েল!

● ● ● ●

সারে-জমিন

ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন শিকদারপুর গ্রামে

রূপসী বাংলা

অতিশ্রমে শ্রান্ত ভারত, সেরে ওঠার উপায় কী

সম্পাদকীয়

ত্রাণ বিলি আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনীদের

রূপসী বাংলা

ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টি-টোয়েন্টি: বিক্ষোভ নিষিদ্ধ গোয়ালিয়রে

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৫ অক্টোবর, ২০২৪
১৯ আশ্বিন ১৪৩১
১ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 271 ■ Daily APONZONE ■ 5 October 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

কর্মবিরিতি উঠল জুনিয়র ডাক্তারদের, চলবে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা শুক্রবার সন্ধ্যায় সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাদের ‘সম্পূর্ণ কর্মবিরতি’ প্রত্যাহার করে নিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের দাবি না মানলে আমৃত্যু অনশন শুরু করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আন্দোলনকারী এক জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার বলেন, ‘আমরা আমাদের ‘সম্পূর্ণ কর্মবিরতি’ প্রত্যাহার করছি। তবে আমরা আমাদের অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রাখব। আমরা রাজ্য প্রশাসনকে আমাদের দাবি পূরণের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দেব, না হলে আমরা আমরণ অনশন শুরু করব। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব মেডিক্যাল কলেজে ‘থ্রেট কালচার’-এ জড়িত অভিযুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনাসহ বিভিন্ন দাবির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন চিকিৎসকরা।

‘ইসলাম বিদ্বেষের’ শিকার মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু পরিবার

৫ কিমি তাড়া করে বাইককে ধাক্কা গাড়ির, শিশুকন্যাসহ মায়ের মৃত্যু

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন শিশু পুত্র ও বাবা

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রের লাতুরে ‘ইসলাম বিদ্বেষের’ শিকার হলেন এক পরিবার। সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫ কিমি ধাওয়া করে বাইককে পিষে দেয় এক চার চাকার গাড়ি। তার ফলে বাইকে থাকা পরিবারের সদস্যদের এক শিশু কন্যা ও তার মায়ের মৃত্যু হলেও বরাত জোরে বেঁচে গেছেন শিশু পুত্র ও তার বাবা। তারা এখন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এ ব্যাপারে ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের লাতুরে। খুন হওয়া এক মুসলিম মহিলা ও তাঁর তিন বছরের মেয়ের পরিবার এই ঘটনাকে ‘ইসলাম বিদ্বেষ বা ইসলামফোবিয়া বলে দাবি করেছে। পরিবারের দাবি, পুলিশ প্রাথমিকভাবে মামলাটিকে নিয়মিত ট্র্যাফিক ঘটনা হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। পরে, সমাজকর্মী ও আইনজীবীদের হস্তক্ষেপের পরে লাতুর পুলিশ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।
ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, গাড়ি চালানো নিয়ে বচসার জেরে পাঁচ কিলোমিটার বাইকে করে একটি পরিবারকে ধাওয়া করে পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় পাঁচ দুষ্কৃতী। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, বাইক আরোহী সাদিক শেখ (৩৫) ও তাঁর ছয় বছরের ছেলে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সাদিক তাদের বলেছেন, চার চাকার প্রাইভেট কারে থাকা আরোহীরা আমাদের ধর্ম তুলে গালিগালাজ করছিল। তারা বাইকে ধাক্কা দেওয়ার আগে বলেছিল, ‘মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।’
লাতুরের পুলিশ সুপার সোমে মুন্ধে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, আমরা পাঁচজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছি। এটি একটি সড়ক দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় লাতুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে আউসায় বোনের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন সাদিক শেখ ও তাঁর স্ত্রী ইকরা (২৪), তাঁদের ছয় বছরের ছেলে আহাদ ও তিন বছরের মেয়ে নাদিয়া।
লাতুর পুলিশের কাছে দায়ের করা এফআইআর অনুসারে, রাত ৮টা নাগাদ আউসার উপকণ্ঠে একটি গাড়ি আচমকা সাদিক শেখের বাইকের সামনে এসে পড়ে। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর তিনি বাইক নিয়ে এগোতে থাকেন। তবে তারা প্রায় ৫ কিলোমিটার ধাওয়া করে ওই গাড়িটি বুধাদা গ্রামের কাছে বাইককে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে ইকরা ও নাদিয়ার মৃত্যু হয় এবং শেখ ও আহাদকে লাতুরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে পরিবারের পক্ষ থেকে ধারণা করা হয়েছিল এটি নিছকই দুর্ঘটনা। কিন্তু পরদিন জ্ঞান ফেরার পর শেখ তার বড় ভাইকে জানান, ধর্মের কারণে তাদের টার্গেট করা হয়েছে।

গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে বচসার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তার স্ত্রী বোরকা পরা থাকায় তারা ধর্মীয় গালাগাল দিচ্ছিল। তারা বলছিল, মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। পরিবারের আইনজীবী আলতাফ কাজি বলেন, স্ত্রীর জোরাজুরিতে তিনি ওই স্থান থেকে সরে যান, কিন্তু প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ তাঁদের পিছু নেয় ওই ব্যক্তিরা।
এফআইআরে অবশ্য ধর্মীয় গালিগালাজের কোনও উল্লেখ নেই। দিগম্ভর পান্ডোলে, কৃষ্ণা ওয়াঘ, বাসবরাজ ধোত্রে, মনোজ মানে এবং মুদামে নামে পাঁচ অভিযুক্তকে ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার করে পুলিশ।
হাসপাতালে অভিযুক্তদের একজনের ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি স্বীকার করেছেন, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবারটির উপর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয় এবং সে চলে যাওয়ার পর আমাদের গাড়ির চালক দিগম্বর পান্ডোলে তার পিছু নেয় ও ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে চাপা দেয়।’
পরিবার এবং তাদের আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন যে প্রাথমিকভাবে পুলিশ গুরুতর অভিযোগ দায়ের করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং ঘটনাটিকে একটি সাধারণ দুর্ঘটনা হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। বিশেষ করে সেদিন উদগিরে সিনিয়র মন্ত্রীর বৈঠক থাকায় পুলিশ মামলা করতে দ্বিধা করছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে টার্গেট করা হয়েছে বলে দাবি করা সত্ত্বেও পুলিশ তা খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ। ধৃতদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনাকে ‘ঘৃণ্য অপরাধ’ হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।

গুজরাতে মসজিদ, দরগাহ উচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ মিলল না

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের গির সোমনাথ জেলায় ইসলামি কাঠামো ও মুসলিমদের বাড়িঘর অবৈধভাবে ধ্বংস করার যে অভিযান চলছে তাতে স্থগিতাদেশ দিতে শুক্রবার কোনও নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ এই বিষয়ে নোটিশ জারি করেছে, তবে স্থিতাবস্থার আদেশ দেওয়ার অনুরোধ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। আদালত আশ্বাস দিয়েছে যে অবৈধ ধ্বংসযজ্ঞ বা “বুলডোজার ন্যায়বিচার”-এর বিরুদ্ধে আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে এ জাতীয় কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে তারা রাজ্যকে ভেঙে ফেলা কাঠামো পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেবে।
আদালত বলেছে, ‘আদালত অবমাননা পেলে আমরা তাদের কাঠামো পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেব। প্রভাস পাটান, ভেরাভাল ও গির সোমনাথে অবস্থিত দরগাহ মাঙ্গরোলি শাহ বাবা, ঈদগাহ এবং আরও বেশ কয়েকটি কাঠামো বেআইনিভাবে ভেঙে ফেলার অভিযোগে গির সোমনাথের কালেক্টর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদনের শুনানি চলছিল বেঞ্চে।
সিনিয়র অ্যাডভোকেট সঞ্জয় হেগড়ে এবং অ্যাডভোকেট আনাস তানভির আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তারা উল্লেখ করেন, শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যে আসামের সোনপুরে একটি ধ্বংস অভিযানের বিষয়ে অনুরূপ আরেকটি মামলায় স্থিতাবস্থা জারি করেছে। আদালতের কাছে হেগড়ে আর্জি জানান, পাঁচটি দরগাহ, পঁচিশটি মসজিদের ক্ষেত্রেও স্থিতাবস্থা থাকুক। আমরা আশঙ্কা করছি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিলেও তা হয়ত মানা হবে না। তাই আমাদের একটু সুরক্ষা দিন। গুজরাত সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এর বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য, একই বেঞ্চ সম্প্রতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছিল, কর্তৃপক্ষকে প্রথমে আদালতের অনুমতি না নিয়ে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সন্দেহভাজনদের সম্পত্তি ধ্বংস বুলযোজার দিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছিল যা “বুলডোজার জাস্টিস” হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। গুজরাতের ক্ষেত্রে অবশ্য তা ব্যতিক্রম।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৭১ সংখ্যা, ১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ১ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

বিজয়ীকে জিতিতে দিন

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা কতখানি সুষ্ঠু বা অসুষ্ঠু হইল—এই সার্টিফিকেট লইতে হয় পশ্চিমাদের নিকট হইতে। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান যেন তৃতীয় বিশ্বের এই প্রবণতার বিপরীতে ভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করিল। গত ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশটির প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচন কমিশন দ্বারা বিজয়ী ঘোষিত হাফিজ নাঈম উর রেহমান নিজের বিজয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, কেহ যদি তাহাদের অবৈধ উপায়ে জিতাইতে চাহে, ইহা তাহারা মানিয়া লইবেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, জনমতকে সম্মান করিতে হইবে। বিজয়ীকে জিতিতে দিন, পরাজিতকে হারিতে দিন। তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা হইল—নাঈম উর রেহমানের ঘোষণার পর বিবেকের বোমা ফাটাইয়াছেন রাওয়ালপিন্ডি বিভাগের কমিশনার লিয়াকত আলি চাত্তা। তিনি নির্বাচনে অনিয়মের দায় স্বীকার করিয়া নিজের বিচার নিজেই দাবি করেন। এই আমলা বিচার চাহিয়াছেন শীর্ষপর্যায়ের আরো দুই জনের। দেখা যাইতেছে, পাকিস্তানের নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয় নাই, সেই কথা সেই দেশের লোকেরাই বলিতেছে। ইহাকে কি বলা যাইতে পারে—পাকিস্তানের নূতন ইতিবাচক ট্রান্সফরমেশন? পাকিস্তান লইয়া অনেক ধরনের নেতিবাচক কথাই ইথারে ভাসিয়া বেড়ায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এখন অবধি এই দেশটিতে একজন প্রধানমন্ত্রীও মেয়াদ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বলা যায়, মেয়াদ পূর্ণ করিতে দেওয়া হয় নাই। বিশ্লেষকরা বলিয়া থাকেন, দেশটির নেপথ্য শাসক মূলত সেনাবাহিনী। তাহারা কখনো সখনো সরাসরিই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে সেনাশাসন মানেই তো সংবিধান স্থগিত হইয়া যাওয়া। ১৯৪৭ হইতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছয় দশকে অর্ধেকেরও বেশি সময় অর্থাত্ ৩৩ বত্সর পাকিস্তান ছিল সরাসরি সেনাশাসনের আওতায়। ২০০৮ সালের পর হইতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫ বত্সরে দেশটিতে ছয় জন প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করিয়াছেন, কিন্তু কোনো সরকারই মেয়াদ পূর্ণ করিতে পারে নাই। যদিও সর্বশেষ অবসরে যাওয়া সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া তাহার বিদায়ি ভাষণে বলিয়াছিলেন, সেনাবাহিনী নিজেদের রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবে। তবে অনেকেই মনে করেন, ইহা যেন বিড়ালের মাছ না খাইবার অঙ্গীকার। কিন্তু এত খারাপের মধ্যেও বিশ্লেষকরা মনে করেন, পাকিস্তানের নির্বাহী প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি চাপের মুখেও কাজ করিতে চেষ্টা করে। যদিও অতীতে পাকিস্তানে যেই তিন বার সামরিক শাসন জারি হইয়াছে, প্রতিবারই তাহাকে বৈধতা দিয়াছে দেশটির আদালত। তবে পাকিস্তানের আদালতের এবং বিচারকদের অন্য ধরনের ভূমিকাও আমরা দেখিতে পাই। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮১ সালের সাময়িক সংবিধান আইন (পিসিও) জারির মাধ্যমে এই আদেশের সঙ্গে সম্মত হইয়া সকল বিচারকের জন্য নূতন করে শপথ নেওয়া বাধ্যতামূলক করেন। কিন্তু তাহাতে অসম্মতি জানান ১৬ জন বিচারক। বিচারকদের মধ্যে সংবিধান এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার একটি উদাহরণ হইয়া উঠে এই ঘটনা। দেশটিকে আদালতের বড় ধরনের ভূমিকা দেখা যায় ১৯৯৩ সালে। সেই সময় নওয়াজ শরিফ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেন প্রেসিডেন্ট গুলাম ইসহাক খান। আদালতের রায়ে নওয়াজ শরিফ ক্ষমতা ফিরিয়া পান মে মাসে। নির্বাহী বিভাগ, বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিচারপতি এবং আদালতের অবস্থান কতটা শক্তিশালী, তাহা বোঝা যায় ২০০৭ সালের মার্চ মাসে প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মদ চৌধুরীকে বরখাস্ত করিবার পর। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা দেশে গড়িয়া উঠে আন্দোলন। সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্টের সেই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক বলিয়া চিহ্নিত করে এবং প্রধান বিচারপতিকে স্বপদে বহাল করা হয়। ২০০৭ সালের অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈধতাকে আদালত চ্যালেঞ্জ করিলে প্রেসিডেন্ট মোশাররফ প্রধান বিচারপতি ইফতেখার চৌধুরীসহ ষাট বিচারপতিকে বরখাস্ত করেন এবং প্রধান বিচারপতিসহ শীর্ষস্থানীয় বিচারপতিদের গৃহবন্দি করেন। এই অবস্থার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পতন ঘটে মোশাররফের। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাহাকে আদালত শাস্তি প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে পাকিস্তানের আদালত।

অতিশ্রমে শ্রান্ত ভারত, সেরে ওঠার উপায় কী

জেনারেশন জেড বা জেন-জির পূর্ববর্তী প্রজন্ম কাজের চাপ যতটা সহ্য করতে পারত, জেন-জি ততটা সহ্য করতে পারে না। নতুন প্রজন্মের তরুণদের বিষয়ে যে সাধারণ মনোভাব গড়ে উঠেছে, সেটি আংশিকভাবে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাঁরা কোনো বিষয়ে সহকর্মীদের সাহায্য চাইতে দ্বিধা করেন। কারণ, তাঁদের মধ্যে এ আশঙ্কা কাজ করে যে তাঁদের যেকোনো ধরনের অপারগতায় সহকর্মীরা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। লিখেছেন **শশী থারুর**।

আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াং (ইওয়াই) নামের একটি হিসাব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন ২৬ বছর বয়সী আন্না সেবাস্টিয়ান পেরাইল। গত জুলাইয়ে হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যান। আন্নার মৃত্যু ভারতের চরম প্রতিযোগিতামূলক কর্মসংস্কৃতির ওপর আবার মানুষের দৃষ্টিকে আটকে দিয়েছে।

ভারতে তরুণ পেশাদারদের ওপর যে অমানুষিক কাজের চাপ রয়েছে এবং কর্মচারীদের সুস্থতার প্রতি কোম্পানিগুলোর যে আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার, তা আন্নার মৃত্যুর পর আরেক দফা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্না মারা যাওয়ার চার মাস আগে থেকে ইওয়াইতে তিনি দৈনিক ১৪ ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁর কোনো সাপ্তাহিক ছুটি ছিল না। সপ্তাহে সাত দিনই তাঁকে কাজে যেতে হচ্ছিল।

আন্নার মৃত্যুর পর তাঁর মা ইওয়াইকে একটি চিঠি লেখেন। হৃদয়বিদারক বর্ণনায় ভরা ওই চিঠিতে তিনি তাঁর মেয়ের ওপর 'অসহনীয় কাজের চাপের' কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া চিঠিটিতে তিনি বলেছেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কোম্পানিটি তাঁর মেয়ের অস্বাভাবিক কাজের চাপ দিয়ে যাচ্ছিল এবং এর জেরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও মারা যায়। আন্নার আগে কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল, এমন কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাঁর মায়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আন্না সুস্থ ছিলেন। তিনি ব্যাডমিন্টন খেলতেন এবং কায়াকিং (বইঠা দিয়ে বিশেষ ধরনের নৌকা চালানো) করতেন। কিন্তু ইওয়াইতে কাজ করার সময় আন্না মারাত্মক উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা ও মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। আন্নার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আমাকে বলছিলেন, তাঁর মেয়ে রাতে বাড়ি ফেরার পর তাঁর সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা অল্প সময় কথা বলার সুযোগ পেতেন। প্রায়ই আন্না বাড়ি ফেরার পর অফিসের ম্যানেজারের ফোন আসত। ম্যানেজার তাঁকে আরও কাজ না করে বাড়ি যাওয়ার জন্য বকাঝকা করতেন। আন্নার বাবার ভাষ্য অনুযায়ী, একবার আন্না ম্যানেজারের কথায় প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন ম্যানেজার নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তো রাতেও কাজ করতে পার। আমরা সবাই তো করি।'

আন্নার বাবা বলেছেন, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে আন্না বুক আটকে আসার মতো একটা অনুভূতির কথা বলেছিল, তার নিশ্বাসে সমস্যা হচ্ছিল; চিকিৎসকেরা তাকে বলেছিলেন, তার যতটুকু ঘুমানো দরকার, ততটুকু ঘুমাচ্ছে না।

ভারতের অসংখ্য তরুণ-তরুণীর জন্য আন্নার গল্পটি খুবই সাধারণ ঘটনা। ভারতে কিছু অভিজাত কলেজে মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ আবেদনকারী ভর্তির সুযোগ পান এবং তাঁরা কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কর্মজীবনে সফল হতে নিজেদের প্রস্তুত করেন। ঠিকমতো না খেয়ে, না ঘুমিয়ে পরীক্ষায় পাস করার পরও এখানে ভালো বেতনের একটি চাকরি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্যও এখানে চাকরি সোনার হরিণ। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৯ শতাংশ। স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পর যে তরুণেরা একটি চাকরি জোটাতে পারছেন, তাঁদের বেশির ভাগকেই বাড়িতে থাকা ভাইবোনদের ভরণপোষণে সহায়তা করতে হচ্ছে। যখন কাজের তুলনায় যোগ্য কর্মীর সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন কর্মসংস্কৃতি প্রচণ্ড কঠোর হয়ে যায়। ভারতের কোম্পানিগুলো এ প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত না করে তাদের নিজেদের উৎপাদনের টার্গেট এবং সময়সীমা পূরণের ওপর জোর দিয়ে এ সংস্কৃতিকে আরও কঠোর করে তুলছে। এতে কর্মচারীদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানোটা স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এবং কর্মীদের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যকার সীমানা মুছে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনের বিয়ে কিংবা নিকটাত্মীয়ের শেষকৃত্যে যাওয়ার জন্য তরুণ কর্মীদের ছুটি প্রার্থনাকে খারিজ করে দেওয়া সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে মানসিক চাপ ও বিমর্ষ হয়ে পড়াটা অনিবার্য হয়ে উঠছে। আন্নার মা তাঁর চিঠিতে ইওয়াই কোম্পানিকে তাদের কর্মচারীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন। এর জবাবে ভারতে ইওয়াইয়ের চেয়ারম্যান রাজীব মেমানি একটি লিংকডইন পোস্টে বলেছেন, ইওয়াই সব সময়

আত্মীয়স্বজনের বিয়ে কিংবা নিকটাত্মীয়ের শেষকৃত্যে যাওয়ার জন্য তরুণ কর্মীদের ছুটি প্রার্থনাকে খারিজ করে দেওয়া সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে মানসিক চাপ ও বিমর্ষ হয়ে পড়াটা অনিবার্য হয়ে উঠছে। আন্নার মা তাঁর চিঠিতে ইওয়াই কোম্পানিকে তাদের কর্মচারীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন। এর জবাবে ভারতে ইওয়াইয়ের চেয়ারম্যান রাজীব মেমানি একটি লিংকডইন পোস্টে বলেছেন, ইওয়াই সব সময় 'একটি স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে' এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কর্মীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

'একটি স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে' এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কর্মীদের সুস্থতা নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। মেমানির এ মন্তব্য তাঁর আগের ব্যাপক সমালোচিত একটি মন্তব্যের ঠিক উল্টো অবস্থান নির্দেশ করে। তাঁর আগের একটি পোস্টে আন্নার মৃত্যুর জন্য অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগকে সন্দেহ করা হয়েছিল। ইওয়াই অনেক আগেই তার অতিরিক্তি চাপ দিয়ে কাজ করানোর চর্চা থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ভারতের তরুণদের মধ্যে চাকরি ধরে রাখার প্রবল চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ১২ মাসের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কর্মী কাজের চাপে চাকরি ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। আন্নার বাবার মতে, একই পরিস্থিতি আন্নার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। অবশ্য আন্না ওই সমীক্ষা পরিচালিত হওয়ার পর ইওয়াইতে যোগ দিয়েছিলেন।

অনেকেই মনে করেন, জেনারেশন জেড বা জেন-জির পূর্ববর্তী প্রজন্ম কাজের চাপ যতটা সহ্য করতে পারত, জেন-জি ততটা সহ্য করতে পারে না। নতুন প্রজন্মের তরুণদের বিষয়ে যে সাধারণ মনোভাব গড়ে উঠেছে, সেটি আংশিকভাবে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাঁরা কোনো বিষয়ে সহকর্মীদের সাহায্য চাইতে দ্বিধা করেন। কারণ, তাঁদের মধ্যে এ আশঙ্কা কাজ করে যে তাঁদের যেকোনো ধরনের অপারগতায় সহকর্মীরা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন।

জাপানি সমাজের মতো ভারতীয় সমাজও একটি অনুক্রমিক বা হায়ারার্কিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে কর্তৃপক্ষের প্রতি কর্মীর শ্রদ্ধাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা হয়। এ ঐতিহ্য মানতে গিয়ে এখানকার কর্মীরা তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অযৌক্তিক আদেশ ও দাবির বিরোধিতা করতে পারেন না।

এ সাংস্কৃতিক কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে ভারতে অতিরিক্ত কাজ করানোর প্রবণতা মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে, উন্মুক্ত যোগাযোগকে উৎসাহিত করতে এবং একটি সহায়ক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ নিয়োগকর্তারা কর্মচারী সহায়তা প্রোগ্রাম চালু করতে পারেন, যেটি মানসিক চাপ ও উদ্বেগ মোকাবিলায় কর্মীদের পরামর্শ দেবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরিষেবা সরবরাহ করবে। প্রতিষ্ঠানগুলো অফিসের বাইরে দূরে কোথাও বা বাড়িতে অবস্থান করে অফিসের কাজ করার অনুমতি কিংবা সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এ ছাড়া তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কাজের সময়সূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে যোগব্যায়ামের সেশন, মাইন্ডফুলনেস কর্মশালা ও ফিটনেস চ্যালেঞ্জের মতো স্বাস্থ্য কার্যক্রম আয়োজনের কথাও আলোচনা করা হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিষ্ঠানগুলোকে খোলামেলা আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে কর্মীরা তাঁদের কাজের চাপ ও মানসিক চাপ নিয়ে তাঁদের ম্যানেজারদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারেন।

যদি কোম্পানিগুলো এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে, তাহলে একটি স্বাস্থ্যকর ও অধিকতর সহায়ক কাজের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। কিন্তু চাকরিদাতারা যদি মুখেই বলেন এবং কাজের কাজ না করেন, তাহলে পরিস্থিতি আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কাজের পরিবেশ কেমন, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানিগুলোর কথার ওপর নির্ভর করতে পারি না। এ কারণেই আন্নার মা ইওয়াইতে কাজের পরিবেশ কেমন, সে বিষয়ে তদন্ত করতে বলেছেন। এ কারণেই ভারতের কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় আন্নার মৃত্যুসংক্রান্ত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে একটি তদন্ত শুরু করেছে। আন্নার বাবা আমাকে 'হোয়াইট-কলার' চাকরির জন্য সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে আইন প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, যা কঠোর জরিমানা ও আইনি শাস্তি দ্বারা সমর্থিত হবে। (ভারতে ইতিমধ্যেই ব্লু-কলার কর্মীদের সুরক্ষার জন্য আইন রয়েছে, যেখানে ওভারটাইম পে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে)। আমি পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হলে প্রথম সুযোগেই এ বিষয়ে কথা বলব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

ভারতের বদলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য একজন সম্ভাবনাময় তরুণীর মৃত্যুর ঘটনা যারপরনাই মর্মান্তিক। সবকিছু আগের মতো চলতে দিয়ে সে মর্মান্তিকতাকে আরও বাড়তে দেওয়া আমাদের মোটেও উচিত হবে না।

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট
শশী থারুর কংগ্রেস সাংসদ ও প্রাক্তন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

জাভেদ আলী

ইসরায়েলে ইরানের মিসাইল হামলা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করল

ইসরায়েলে ইরান ১৮০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে বলেছেন, একটার পর একটা উত্তেজনা। ইরানের এই হামলার বড় অংশটা ইসরায়েল তার মিসাইল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আয়রন ডোম এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে ঠেকিয়ে দেয়। ২৭ সেপ্টেম্বর লেবাননে বিমান হামলা চালিয়ে ইসরায়েল ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দীর্ঘদিনের নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করলে ইরান এই হামলা চালায়। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে রকেট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ হামলার কারণে প্রায় ৭০ হাজার বাসিন্দা তাদের বাড়িঘরছাড়া হয়েছে।

আসন্ন সপ্তাহগুলোতে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে?

এক বছর আগে যে পরিস্থিতি ছিল, তার থেকে এখন মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা অনেক বেশি নাজুক। প্রাথমিকভাবে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যে সংঘাত শুরু হয়েছিল, এখন সেটা তার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এখন ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে এমন একটা সংঘাত শুরু হয়েছে, যেটা এক বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। আর এই সংঘাত হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাতের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ইসরায়েল এই সংঘাতের কাজে তাদের স্পেশাল অপারেশন ইউনিটগুলো ব্যবহার করেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকেই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা লেবাননে গোপনে তাদের অভিযান পরিচালনা করেছে। এ ছাড়া ইসরায়েল আরও কিছু অপ্রথাগত যুদ্ধের কৌশল ব্যবহার করেছে, যেগুলো যুদ্ধে ব্যবহার করার নজির নেই। এর মধ্যে পেজার ও ওয়াকিটকির নেটওয়ার্কে বিস্ফোরণের মতো ঘটনা রয়েছে। এ ছাড়া গত কয়েক সপ্তাহে তারা লেবাননে শত শতবার বিমান ও মিসাইল হামলা করেছে। ইসরায়েলের এই সম্মিলিত অভিযান হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডার, সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করেছে এবং হাসান নাসরুল্লাহসহ গোষ্ঠীটির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা নিহত হয়েছেন।

এই হামলার মানবিক ক্ষয়ক্ষতিও অনেক। লেবাননের এক হাজারের বেশি মানুষ এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কতজন হিজবুল্লাহর সদস্য, সেটা জানা যায়নি। ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সর্বশেষ সরাসরি সংঘাত হয় ২০০৬ সালে। ৩৪ দিন স্থায়ী সেই সংঘাতে ১ হাজার ৫০০ জন লেবাননি ও হিজবুল্লাহ যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন। এর পর থেকে দুই পক্ষ ছায়াযুদ্ধের মধ্যে থাকলেও ৭ অক্টোবরের পর যে মাত্রায় সংঘাত দেখা গেল, সেটা ছিল না।

এখন এই সংঘাত অঞ্চলের বাইরে বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার, এমনকি বৈশ্বিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হলো।

ইসরায়েলের সঙ্গে হামাস ও হিজবুল্লাহর লড়াইয়ে ইরান কী করবে?

ইরান বলেছে, তারা ইসরায়েলে মিসাইল হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ, হামাস ও ইরানের সামরিক বাহিনীর ওপর হামলার প্রতিশোধ হিসেবে। ইরান-সমর্থিত এই দল ও সংস্থাগুলোকে ইরান বলে 'প্রতিরোধের অক্ষ'। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস করপসের জ্যেষ্ঠ কমান্ডাররা গাজা উপত্যকার হামাস, ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরাক ও সিরিয়ার শিয়া মিলিশিয়াদের উদ্দেশে একই নির্দেশিকা জারি করেছে। ৭ অক্টোবরের আগে এই গ্রুপগুলো মতাদর্শগতভাবে ইসরায়েলকে একমাত্রায় বিরোধিতা করত। কিন্তু তারা আবার নিজস্ব লড়াইয়ে যুক্ত ছিল। এখন তারা সবাই ইসরায়েলকে ধ্বংস করার একটা সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব এবং ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান গঠনের পর থেকে ইরানের সঙ্গে হিজবুল্লাহ সম্পর্কটা গভীর। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন ও ফিলিস্তিনি অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ লেবাননে অভিযান চালিয়েছিল। সে সময়ে নবগঠিত আইআরজিসি লেবাননের গৃহযুদ্ধে লড়াইরত শিয়া মিলিশিয়াদের কাছে পরামর্শক ও প্রশিক্ষক পাঠিয়েছিল।

আক্রমণ চালিয়ে ইসরায়েল হিজবুল্লাহর কতটা ক্ষতিটা করতে পারবে?

এটা স্পষ্ট যে লড়াইয়ে হিজবুল্লাহ তাদের যোদ্ধাদের হারাচ্ছে। কিন্তু হিজবুল্লাহ হামাসের চেয়ে অনেক বড় গোষ্ঠী এবং লেবাননজুড়ে অনেক বড় অঞ্চলজুড়ে ছড়ানো রয়েছে তাদের কর্মকাণ্ড।

হামাসের তুলনায় হিজবুল্লাহ কাছে অনেক উন্নত অস্ত্র রয়েছে। প্রথাগত সামরিক বাহিনীর কাঠামোর মধ্যে হিজবুল্লাহর ৪০ থেকে ৫০ হাজার নিয়মিত সেনা রয়েছে। তাদের ভান্ডারে স্বল্প, মধ্য ও দূরপাল্লার দেড় থেকে দুই লাখ মিসাইল, ড্রোন ও রকেট রয়েছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী মনে করছে, গত কয়েক সপ্তাহের অভিযানে তারা হিজবুল্লাহর ভান্ডারে থাকা অস্ত্রের অর্ধেকটা তারা ধ্বংস করতে পেরেছে। সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে হিজবুল্লাহ এক দশক ধরে লড়াই করার যে সামর্থ্য তৈরি করেছে, তাতে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি হলো?

গত ৪০ বছরে হিজবুল্লাহ যে মাত্রায় শক্তি প্রদর্শন করেছে এবং ইসরায়েল কীভাবে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আঘাত করেছে, সেই বিবেচনা থেকে এটা অনুমান করা কোনো দূরকল্পী কল্পনা হবে না যে ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে হিজবুল্লাহ যেমন তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলের বাইরে বেরিয়ে আর্জেন্টিনায় গিয়ে হামলা চালিয়েছিল, এখন সে ধরনের কোনো হামলা আর করবে না। তবে হামলার মাত্রা কেমন হতে পারে, কোথায় সেই হামলা হতে পারে, তা নিয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা এখনই করা যাচ্ছে না। হিজবুল্লাহর নেতারা হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে। বিমান হামলায় নিহত হওয়ার আগে হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ বলেছিলেন, লেবাননে পেজার ও ওয়াকিটকি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসরায়েল 'যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে' এবং 'শত্রু লাল রেখা অতিক্রম করেছে'। গত কয়েক সপ্তাহে ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহ উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরও তাদের প্রতিরোধক্ষমতা টিকে রয়েছে। ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের জন্য হিজবুল্লাহর নেতারা যুক্তরাষ্ট্রকে কতটা দায়ী করবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। সেটা যদি হয়, তাহলে ১৯৮৯-এর দশকে হিজবুল্লাহ যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছিল, আবার তারা সেটা শুরু করতে পারে।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি তাতে বিশ্ব একটি বিপজ্জনক ও অস্থির নিরাপত্তাঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

জাভেদ আলী, যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া।

প্রথম নজর

‘বিনা দ্বিধায়’ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি কিমের

আপনজন ডেস্ক: পিয়ংইয়ংয়ের ভূখণ্ডে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে উত্তর কোরীয় বাহিনী ‘বিনা দ্বিধায়’ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে বলে হুমকি দিয়েছেন দেশটির নেতা কিম জং উন। শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ এমনই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
কিম বলেন, যদি শত্রুরা পিয়ংইয়ংয়ের ভূখণ্ডে উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘণ করে হামলার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা পারমাণবিক অস্ত্রসহ দখলে থাকা সব আক্রমণাত্মক শক্তি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করব।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে পিয়ংইয়ং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল উত্তর কোরিয়ার শাসনের অবসান ঘটানোর হুমকি দেন। তিনি বলেছিলেন, উত্তর কোরিয়া যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তবে এটি আমাদের সামরিক বাহিনী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরিয়া জোটের দৃঢ় এবং অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হবে। সেই দিন উত্তর কোরিয়ার শাসনের অবসান হবে।’
এক দিন পর দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের ওই মন্তব্যেরই পাল্টা জবাব দিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের জবাবে তাকে ‘পুতুল’ এবং ‘একজন অস্বাভাবিক মানুষ’ বলে কটাক্ষও করেছেন কিম।
প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কোরিয়ায় কয়েক হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। দেশটির নিজস্ব কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই। তবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা পেয়ে থাকে।
এদিকে, ২০০৬ সালে প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল উত্তর কোরিয়া। বর্তমানে নিষিদ্ধ অস্ত্র কর্মসূচির জন্য জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে দেশটি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রথমবারের মতো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির ছবি প্রকাশ্য আনে উত্তর কোরিয়া।

এবার হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় কাঁপল ইসরায়েল!

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ইসরায়েলে রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। যদিও ইসরায়েল এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, ইসরায়েলের হাইফা শহরকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের যোদ্ধারা। তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনায় কোনো মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় এ হামলা চালানো হয়েছে।
টেলিগ্রামে দেয়া এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহর জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় ইসরায়েলের হাইফা শহর লক্ষ্য করে হামলা করা হয়। লেবানিজ এবং ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যোদ্ধাদের এই হামলা উল্লেখ করে হিজবুল্লাহ “বীরত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক প্রতিরোধের” জন্য যোদ্ধাদের প্রশংসা করেছে।
তবে এই হামলার বিষয়ে ইসরায়েল বাহিনীর তরফে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
প্রসঙ্গত, হিজবুল্লাহর প্রধান নাসরাল্লাহর হত্যাকাণ্ডের পর গোষ্ঠিটির সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তেজনা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি যে কোরো সময় আরো জটিল হতে পারে। কারণ ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা পুরো অঞ্চলজুড়ে সহিংসতা বাড়িয়ে তুলছে।

মুসলিম বিশ্বের সবার শত্রু একই: খামেনি

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম জুমার খুতবা দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি।
শুক্রবার তেহরানে জুমার নামাজের খুতবায় তিনি পুরো মুসলিম বিশ্বের শত্রু একই বলে মন্তব্য করেছেন। খামেনি বলেন, আমাদের শত্রুদের গৃহীত নীতি হল বিভাজন ও রাষ্ট্রদ্রোহের বীজ বপন করা। মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। ফিলিস্তিনি, লেবানিজ, মিসরীয় ও ইরাকিদের শত্রু একজনই। তারা ইয়েমেন ও সিরিয়ার জনগণের শত্রুও। আমাদের সবার শত্রু একই।
তিনি বলেন, আগ্রাসনকারীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিটি দেশেরই রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোকে তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে।
দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলা এবং ইরানের সাম্প্রতিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ‘আইনত ও বৈধ’ বলেও জানান ইরানের সর্বোচ্চ নেতা।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত জাতিসংঘের মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৪ এর জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে মনোনীত করেছেন নরওয়ের নোবেল পুরস্কার প্রদান কমিটি। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
জাতিসংঘ মহাসচিবের পাশাপাশি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য নিবেদিত জাতিসংঘের সংস্থা দ্য ইউনাইটেড নেশন্স প্যালেস্টাইনিয়ান রেফিউজি এজেন্সি (আনরোয়া) এবং জাতিসংঘের আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ড অব জাস্টিকেও (আইসিজে) নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
প্রতি বছর শান্তি, সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র এবং অর্থনীতি– এই পাঁচটি খাতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রদান করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার নোবেল। শান্তি ব্যাতীত বাকি ৪টি খাতে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন এবং প্রদানের ব্যাপারটি দেখভাল করে সুইডিশ রয়্যাল একাডেমি; আর শান্তিতে নোবেলের প্রার্থী মনোনয়ন ও পুরস্কার প্রদানের দায়িত্বে রয়েছে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা শুরু হবে।
সূত্রের বরাতে জানা গেছে, শান্তিতে চলতি বছরের নোবেলের জন্য রাশিয়ার সাবেক বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিও সম্ভাব্য মনোনীতদের তালিকায় ছিলেন। কিন্তু পরে উভয়কেই বাদ দেওয়া হয়েছে। অ্যালেক্সেই নাভালনিকে বাতিল করার কারণ তিনি মারা গেছেন। আর ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বাদ পড়েছেন এই কারণে যে তিনি একটি যুদ্ধরত দেশের প্রেসিডেন্ট।
নরওয়ের থিঙ্কট্যাংক সংস্থা পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হেনরিক উরদাল রয়টার্সকে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ দিন ধরে সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তার তৃতীয় বছরে পা রাখতে চলেছে, সুদানে গত দেড় বছর ধরে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও হামাস একে অপরকে ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রায় এক বছর ধরে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছে।”
এই সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে সহিংসতা এবং রক্তপাত বন্ধের জন্য যারা বা যেসব সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, নোবেল কমিটি এবারের শান্তি পুরস্কারের জন্য তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমাদের বিশ্লেষণ তা ই বলছে।

১২ অক্টোবর থেকে আবারও সাগরে মাছ ধরা বন্ধ হবে। তাই এ বছরের শেষ ইলিশ বাজারে বিক্রির ধুম পড়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় এবার ইলিশের দাম বেশি। আকার ও ওজনভেদে পাইকারিতে ১ কেজি ইলিশের দাম ৪০০ থেকে ২ হাজার টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আজ শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারীঘাটে।

বৈরুতে বিমানবন্দরের বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের বৈরুতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে বড় ধরনের বিস্ফোরণ হয়েছে। ইসরায়েলি বিমান হামলার মধ্যেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে শুক্রবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে বিমান হামলার রাতে হঠাৎই বিস্ফোরণ হয়েছে। তবে এর লক্ষ্য স্পষ্ট নয়। ওই বিমানবন্দরটি দাহেহ এলাকার সীমানায়, যেখানে হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি।
লেবাননের সেনাবাহিনী বলেছে, দেশটির দক্ষিণে তাদের দুই সেনা নিহত হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আরও ২০টি শহর ও গ্রাম খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
যদিও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এ হামলা নিয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি। তবে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেনারা সীমান্তের কাছে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের হত্যা করেছে। আর হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা সীমান্তের উভয় পাশে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্যবস্তু করেছে।
এর আগে স্থল অভিযান শুরুর তৃতীয় দিনে বৃহস্পতিবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লেবাননে দুটি বড় হামলা হয়।
এদিকে ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির লেবাননের কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়ান গ্যাব্রিয়েল ওয়েলস বলেছেন, সরকার পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে তার সংস্থার করা জরিপ অনুযায়ী বাস্তুচ্যুতদের প্রায় অর্ধেকই ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু।
কয়েক দিনের বিমান হামলার পর গত মঙ্গলবার লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে সীমান্তবর্তী এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে ওই অভিযান শুরু হয়।

হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য প্রধানকে নিশানা করে ইসরায়েলের বিমান হামলা

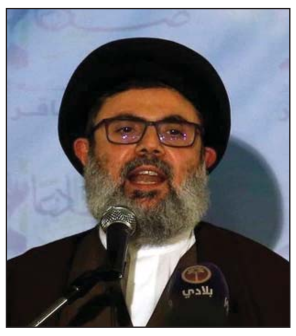

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বিমানবাহিনী লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কাছে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতাদের এক বৈঠকে হামলা চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য নতুন প্রধান হাসেম সাফিয়েদ্দিন। সম্প্রতি নিহত গোষ্ঠটির দীর্ঘমেয়াদি নেতা হাসান নাসরাল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনি বিবেচিত হচ্ছেন। ইসরায়েলের তিনজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাতে সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস এ তথ্য জানিয়েছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৈরুতের কাছে হিজবুল্লাহর একটি ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারকে ইসরায়েল টার্গেট করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে সাফিয়েদ্দিনসহ হিজবুল্লাহর অপর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। গত সপ্তাহে নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে ইসরায়েল হিজবুল্লাহর অবশিষ্ট নেতৃত্বকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
হাসেম সাফিয়েদ্দিন নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জিহাদ কাউন্সিলের সদস্য, যা প্রতিরোধ যোদ্ধাদলটির সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
হাসেম সাফিয়েদ্দিন হাসান নাসরাল্লাহর মামাতো ভাই এবং তার মতোই একজন ধর্মীয় নেতা। তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদের (সা.) বংশধর হিসেবে পরিচিতমূলক কালো পাগড়ি পরেন। তাকে নাসরাল্লাহর উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, বৈরুতের দক্ষিণের একটি উপশহরে এই হামলা হয়েছে। সেখানে হিজবুল্লাহর অনেক স্থাপনা রয়েছে। হামলার সময় হাসেম সাফিয়েদ্দিন গভীর ভূগর্ভের একটি বাঙ্কারে অবস্থান করছিলেন। তবে হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
লেবাননের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গত সপ্তাহে নাসরাল্লাহকে মারতে যে হামলা ইসরায়েল করেছে তার চেয়ে এবারের হামলা অনেক ভয়াবহ ছিল। তবে হতাহতের সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ঘণ্টায় আরো ৩৭ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় আরো ৩৪ জন নিহত হয়েছে । এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো দেড় শতাধিক মানুষ। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ২০টির মতো হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে এগারোটিই হয়েছে বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে। লেবাননের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইসরায়েলি সৈন্যরা বাঙ্কার-বাস্টিং বোমা দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এগুলো খুব গভীর পর্যন্ত পৌছাতে পারে এমনকি সুড়ঙ্গেও আঘাত হানতে সক্ষম।
এ ধরনের বোমা একটি ভবনকে পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।
বেশির ভাগ হামলার ঘটনা ঘটেছে দাহিয়েহ এলাকায়। ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হিজবুল্লাহ নেতা হাশেম সাফিউদ্দীনকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এসব হামলা চালানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, পরবর্তী হিজবুল্লাহ প্রধান হতে যাচ্ছেন হাশেম সাফিউদ্দীন। তিনি বর্তমানে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হিসেবে কাজ করছেন।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে ইসরায়েলের তিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নাসরাল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসাবে পরিচিত সাফিউদ্দীন দক্ষিণ বৈরুতের একটি উপশহরে একটি বাঙ্কারে ছিলেন। তিনি হামলায় নিহত হয়েছেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বর্তমানে হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাফিউদ্দীন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০১৭ সালে তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভূক্ত করে।
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকটকে ‘সামষ্টিক গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের লাগামহীন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার দেশ বহুবার সতর্ক করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৬ মি.

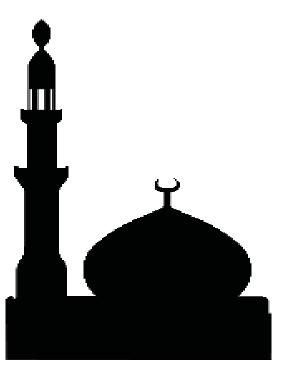

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৯	৫.২৯
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪২	
মাগরিব	৫.২৬	
এশা	৬.৩৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

হাইতিতে গ্যাং হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: হাইতির একটি ছোট শহরে সশস্ত্র চক্রের হামলায় শিশুসহ অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে। রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৭১ কিলোমিটার কেন্দ্রীয় আর্টিবোনাইট অঞ্চলের পন্ট-সোন্ডেতে গ্রান গ্রিফ গ্যাং সদস্যরা তাণ্ডব চালালে আরো ৫০ জন আহত হয়। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, লোকজন মোটরবাইক ও হেঁটে সহিংসতার স্থান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন সরকারি কৌঁসুলি হামলাটিকে ‘একটি গণহত্যা’ বলে বর্ণনা করেছেন।

পশ্চিম তীরের শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৮

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম তীরে তুলকারেম শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তাদের যুদ্ধবিমানগুলো বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবা শিন বেটের সঙ্গে সমন্বয় করে এই হামলা চালিয়েছে।
তুলকারেমে হামাসের অবকাঠামোর প্রধানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তবে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীটি তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
শরণার্থী শিবিরের একজন কর্মকর্তা ফয়সাল সালামা সংবাদমাধ্যম এএফপিকে বলেছেন, একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। আল জাজিরার সানাদ ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থার যাচাইকৃত ফুটেজে পশ্চিম তীরের উত্তরে নাবলুসের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ক্যাম্পে ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। হামলার পর এলাকাটি ধ্বংসাবশেষের বিশাল স্তূপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। উদ্ধারকারীরা আহতদের চিকিৎসা সেবা নিতে ছুটে আসতে দেখা গেছে।

ইসরাইলে পরবর্তী হামলার লক্ষ্যবস্তু ঘোষণা ইরানি কমান্ডারের

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল যদি ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায়, তবে ইরান তাদের শক্তি ও গ্যাস কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির ইসলামিক রেভ্যুলিউশনারি গার্ডসের (আইআরজিসি) উপ-কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী ফাদাভি। শুক্রবার এক বার্তায় তিনি এমনটাই ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছে মেহের নিউজ এজেন্সি। ইরানি কমান্ডার বলেন, যদি ইরান হামলার শিকার হয়, তাহলে আমরা ইসরাইলের শক্তির উৎস, স্থাপনা, এবং রিফাইনারি ও গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে বাধ্য হবো। ফাদাভি আরো যোগ করেন, দখলদাররা যদি এমন একটি ভুল করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া হবে কঠোর ও কার্যকর। তার এ মন্তব্য ইরানের পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে, ইসরাইলের হামলার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। বিশেষ করে এই প্রেক্ষাপটে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
বিবৃতিটি ইরানের সরকারের সামরিক কৌশল ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির প্রতিফলন, যা ইসরাইলের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ।

আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি
আসন সীমিত
বালক ও বালিকা বিভাগ
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন
মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল প্রাপ্ত নম্বর - 650
ফিরোজ মোল্লা প্রাপ্ত নম্বর - 633
তামীম হোসেন হালদার প্রাপ্ত নম্বর - 632
৫ জন ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে
১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ
ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়
দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে
EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN
WBCS Coaching
রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

চাপে থাকা ইউনাইটেড পয়েন্ট খোয়াল আবারও, টেন হাগ বললেন 'অপেক্ষা করুন'

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে ২ গোল। কিন্তু সেই এগিয়ে যাওয়া টিকেছে মাত্র ১৪ মিনিট। ৩৪ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল করে বসে প্রতিপক্ষ। শুধু কি তা-ই, ৫০ মিনিটে আরও একটি গোল করে তারা এগিয়েও গেল! চাপটা আরও জেঁকে বসল ৮১ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখায়। কী ম্যাচ, কোত্থেকে কোথায় চলে এল!
ইউরোপা লিগের এই ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এগিয়ে গিয়েছিল ২ গোল ব্যবধানে। সেখান থেকে বাধ্য হয়েই সমতায় ফিরতে হয় এবং তারপর পিছিয়ে পড়াও। ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে নির্ধারিত সময়ের শেষ ৯ মিনিটেও। এখান থেকে হার এড়াতে ইউনাইটেডকে বিশেষ কিছু করতেই হতো। সে কাজটাই করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ার। পর্তুগালের ব্রাগাও স্টেডিয়ামে যোগ করা সময়ে গোল করে পোর্তোর বিপক্ষে ৬ গোলের রোমাঞ্চে ৩-৩ ব্যবধানের ড্র এনে দেন এই ডিফেন্ডার।
চাপে থাকা ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগের সামনে ১০ ম্যাচে চতুর্থ হারের চোখ রাঙানি ছিল। কিন্তু যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের কর্নার থেকে হেডে ইউনাইটেডকে মহা মূল্যবান গোলটি এনে দেন বদলি নামা ম্যাগুয়ার। ইউনাইটেড কোচ টেন হাগের তাতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার কথা। পর্তুগালে ম্যাচটি খেলতে যাওয়ার আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের প্রথম ৬ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২ জয়ে বেশ চাপে ছিলেন টেন হাগ। লিগ টেবিলে ১৩তম স্থানে নেমে গেছে তাঁর দল। আর ইউরোপা লিগেও নিজেদের প্রথম ২ ম্যাচে জয়ের অবস্থানে থেকেও পয়েন্ট হারাল ইউনাইটেড। ৩৬ দলের পয়েন্ট টেবিলে ২১তম স্থানে রয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি।
ফুটবলের তথ্য-পরিসংখ্যানবিষয়ক ওয়েবসাইট 'স্কুয়াকা' জানিয়েছে, গত মৌসুম থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ফুটবলের ম্যাচে জয়ের অবস্থান থেকে মোট ১২ পয়েন্ট হারিয়েছে ইউনাইটেড। আর কোনো দল এ সময়ে এত বেশি পয়েন্ট হারায়নি। শুধু কি তা-ই, ২০২২ সালের এপ্রিলে টেন হাগ কোচ হয়ে আসার পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ পর্যন্ত ২৪বার ৩টি করে গোল হজম করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। তাঁর ইউনাইটেড জমানায় প্রিমিয়ার লিগের আর কোনো দল এত বেশিসংখ্যক ম্যাচে ন্যূনতম ৩ কিংবা তাঁর বেশি গোল হজম করেনি।
টেন হাগ অবশ্য এরপরও আস্থা রাখতে বলেছেন। ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্বে ডাচ ক্লাব টুয়েন্টের সঙ্গে ড্র করে পোর্তোর বিপক্ষেও পয়েন্ট হারানোর পর এই ডাচ কোচ মৌসুম শেষে তাঁর পারফরম্যান্স বিচার করার অনুরোধ জানিয়েছেন, 'আমরা সাফল্যের দেখা পাব। এই মুহূর্তে আমাকে বিচার করবেন না। সেটা মৌসুম শেষে করুন। আমরা উন্নতি করব। দুটি মৌসুমে আমরা ফাইনালের দেখা পেয়েছি। শুধু অপেক্ষা করুন, আমরা উন্নতি করব এবং দলও এগিয়ে যাবে।'
ইউনাইটেডে নিজের প্রথম দুই মৌসুমে লিগ কাপ ও এফএ কাপ জিতেছেন টেন হাগ। কিন্তু ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষের মাঠে সর্বশেষ চার ম্যাচেই তিনটি করে গোল করেও জিততে পারেনি তাঁর দল। পোর্তোর মাঠেই যেমন ২০ মিনিটের মধ্যে মার্কাস রাশফোর্ড (৭ মিনিট) ও রাসমুস হয়লুন্দের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইউনাইটেড।
কিন্তু ২৭ মিনিটে পেপে ও ৩৪ মিনিটে সামু ওমরদিওনের গোলে সমতায় ফেরে পোর্তো। ৫০ মিনিটে ওমরদিওনের গোলে এগিয়েও যায় তাঁরা। এর মধ্যে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের ওপর বুট তুলে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজ। এমন পরিস্থিতিতে গোল করে দলের হার এড়াতে পারায় ম্যাগুয়ারের খুশিই হওয়ার কথা।

ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টি-টোয়েন্টি

গোয়ালিয়রে বিক্ষোভ নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: গোয়ালিয়রে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজে প্রথম টি-টোয়েন্টি আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ৬ অক্টোবরের ম্যাচটি ঘিরে বিক্ষোভ মিছিল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক প্রচারণায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।
বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের খবরে বলা হয়, প্রশাসনিক নির্দেশনাটি এসেছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে হিন্দু মহাসভা ও কয়েকটি সংগঠনের বিক্ষোভের জেরে। বাংলাদেশে গত আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাত-পরবর্তী ঘটনায় হিন্দুদের ওপর হামলা-নির্যাতনের অভিযোগে রোববারের ম্যাচটি বাতিলের দাবি তুলেছে তারা।
ভারত-বাংলাদেশ তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি হবে গোয়ালিয়রের শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ৩০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এই মাঠে এটিই হবে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তবে হিন্দু মহাসভার 'গোয়ালিয়র বন্ধ'-এর ডাক ও অন্যান্য সংগঠনের ম্যাচ বাতিলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এমপিসিএ) ও স্থানীয় প্রশাসন নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। দুই দলের জন্য কঠোর নিরাপত্তার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের হোটেল থেকে বের হতেও বারণ করা হয়েছে।
শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে
শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছেপ্রথম আলো
পিটিআই জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত গোয়ালিয়র জেলায় বিক্ষোভ ও উসকানিমূলক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রুচিকা চৌহান। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) আইনের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী, এ সময়ে বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না।
এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা ধর্মীয় উত্তেজনা উসকে দেয়, এমন অডিও-ভিডিও, ছবিসহ কোনো ব্যানার, পোস্টার, কাটআউট, পতাকা এবং উত্তেজক বার্তা বহনকারী কিছু প্রচার করা যাবে না। পাঁচজনের বেশি একত্র হওয়া, আতশবাজী বহন করা, ছুরি বা বর্শার মতো ধারালো অস্ত্রপাতি বহন করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কোনো স্থাপনার ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কেরোসিন, পেট্রোল ও অ্যাসিড বহনও নিষিদ্ধ।
স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ ঘিরে গোয়ালিয়রে নিরাপত্তা ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় প্রায় ১৬০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের অভিযোগ তদন্ত করবে ফিফা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) দুটি দাবি তুলেছিল গত মে মাসে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ফিফা কংগ্রেসে। প্রথম দাবি ছিল ইসরায়েলি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (আইএফএ) সাসপেন্ড করা, পাশাপাশি দেশটির জাতীয় ফুটবল দল যেন ফিফা আয়োজিত কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারে। দাবির পক্ষে পিএফএর যুক্তি ছিল, ইসরাইল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) ফিফার বৈষম্যবিরোধী নীতি লঙ্ঘন করেছে।
ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আইএফএর বিরুদ্ধে ওঠা বৈষম্যের অভিযোগের তদন্ত করবে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। ফিফার এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে পিএফএ বলেছে, এটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ইসরাইল। এই যুদ্ধ শুরুর সাত মাস পর ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও দেশটির জাতীয় দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে ফিলিস্তিন। যেসব অভিযোগ তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে আছে আরব খেলোয়াড়দের বিষয়ে বৈষম্য এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ক্লাবকে ইসরায়েলের লিগে অন্তর্ভুক্তকরণ।
অভিযোগ পাওয়ার পর ফিফা প্রাথমিকভাবে একটি স্বাধীন আইনি প্যানেলকে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও পরবর্তী প্রক্রিয়া নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়। এ জন্য ২০ জুলাই ধার্য করে দিলেও পরে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের জন্য সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার জুরিখে ফিফা কাউন্সিলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, আইএফএর বিরুদ্ধে তোলা পিএফএর বৈষম্যবিরোধী নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করবে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। আর ফিফার গভর্ন্যান্স, অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটি 'ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলি প্রতিযোগিতায় ইসরাইলি ফুটবল দলগুলো অংশ নিতে পারবে কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করবে।'
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ফিফা কাউন্সিল এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটি নিয়ে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে কাজ করছে। সেখানে চলমান সহিংসতা দাবি করে, সবকিছুর ওপরে আমাদের শান্তি প্রয়োজন। যা যা ঘটছে, সেসব নিয়ে আমরা খুব মর্মাহত। ভুক্তভোগীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।'
ব্যাংককে পিএফএ প্রধান জিব্রিল রাজৌব দাবি করেছিলেন, ইসরায়েলি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) ফিফার নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, 'এ নিয়ম ভাঙার বিষয়ে ফিফা উদাসীন থাকতে পারে না।' ফিফা থেকে ইসরাইলকে 'তাৎক্ষণিকভাবে' নিষিদ্ধ করার দাবিও করেছিলেন তিনি।
আইএফএ প্রধান শিনো মোশে জুয়ারেজ এই দাবি নাকচ করে বলেছিলেন, 'ব্যাপারটি নিষ্ঠুর, রাজনৈতিক ও শত্রুতামূলক।' তিনি দাবি করেন, আইএফএ ফিফার কোনো নিয়ম ভাঙেনি।
গতকাল ফিফার রায় ঘোষণা স্থগিত করার প্রতিক্রিয়ায় পিএফএ সভাপতি জিব্রিল রাজৌব বলেছেন, 'আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে তদন্তের অনুমোদন দিয়েছে। আমরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে ব্যাপারটিতে নজর রাখব।' পিএফএর বিবৃতিতে বলা হয়, 'ফিফা কাউন্সিল কর্তৃক অভিযোগটি একটি দক্ষ বিচারিক সংস্থায় পাঠানোর সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এটিকে আমরা ফিফার গঠনতন্ত্রের অভিলক্ষ্য, মানবাধিকার ও সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করার বিষয়ে যথাযথ ও প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা গ্রহণের পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। আমরা আমাদের দাবির নায্যতা বিষয়ে সুনিশ্চিত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আস্থাশীল।'
গতকাল জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল জানিয়েছে, দখলীকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের আটটি ক্লাবের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আরও একটি ক্লাব আছে, যারা নিজেদের কয়েকটি 'হোম ম্যাচ' খেলেছে

তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করেত গেলেন রশিদ খান

আপনজন ডেস্ক: সন্দেহাতীতভাবে আফগানিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা রশিদ খান। সম্ভবত দেশটির সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলরও হয়ে উঠেছিলেন রশিদ। কারণ, ২৬ বছর বয়সী লেগ স্পিনার কবে বিয়ে করবেন, এ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ছিল প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল।
অবশেষে সেসবের ইতি ঘটল। বিয়ে করেছেন আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক রশিদ খান। তা-ও একা নন; একসঙ্গে বিয়ে করেছেন তাঁর তিন ভাইও।
গতকাল দেশটির রাজধানী কাবুলের ইম্পেরিয়াল কন্টিনেন্টাল হোটেলে রশিদ ও তাঁর তিন ভাই আমির খলিল, জাকিউল্লাহ ও রাজা খান শুভ কাজ সারেন।
বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রশিদের সতীর্থ মোহাম্মদ নবী, মুজিব উর রহমান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নজিবউল্লাহ জাদরান, রহমত শাহ, ফজলহক ফারুকি, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ আশরাফ, বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নসিব খানসহ আরও অনেকে।
বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পশতুন রীতি অনুযায়ী বিয়ে করেছেন রশিদ ও তাঁর তিন ভাই। তবে তাঁদের স্ত্রীদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। রশিদের বিয়ে উপলক্ষে হোটেলের ভেতরে ও বাইরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। একটি ভিডিওতে অস্ত্র হাতে নিরাপত্তাকর্মীদের পাহারা দিতে দেখা গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে বিয়ের অনুষ্ঠান। ছিল ব্যাপক খানাপিনার আয়োজন।
বিয়ের অনুষ্ঠানে রশিদ ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে তোলা একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী। তিনি লিখেছেন, 'তোমাদের বিয়েতে অনেক অনেক অভিনন্দন। তোমাদের জীবন ভালো ও সমৃদ্ধ হোক।'
কদিন আগেই বিয়ে করেছেন ওমরজাই। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার এবার রশিদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'বিয়ে করার জন্য জাতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন রশিদ খানকে অভিনন্দন। আল্লাহর রহমতে তার সুখী জীবন কামনা করছি।'
২০২০ সালে রশিদ নাকি জানিয়েছিলেন বিশ্বকাপ না জেতা পর্যন্ত বিয়ে করবেন না। তবে ২০২২ সালে বাংলাদেশ সফরে এসে রশিদ দাবি করেন, তিনি এ ধরনের কথা কোথায় বলেছেন, তা জানা নেই।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তারকা এই লেগ স্পিনার বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমি এটা অনেকবারই শুনেছি, আমি নাকি বিশ্বকাপ জয়ের পর বিয়ে করব। জানি না কোথায় এটা বলেছি। আমার কাছে এটার কোনো ভয়েস ক্লিপ নেই। তবে এটা সত্যি যে এ নিয়ে সমর্থকদের অনেক বার্তা পাই। আমি একবার মিডিয়ায় বলেছিলাম, আগামী দুই বছর বিয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই। কারণ, একটি ওয়ানডে ও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। তারপর বিয়ের ব্যাপারে ভাবব। মানুষ এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে।'
সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রশিদের নেতৃত্বেই সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান, যা বৈশ্বিক আসরে দেশটির জাতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় অর্জন।
গত এক বছরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশকে হারিয়ে দিয়েছে আফগানরা। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও জিতেছে। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজের জয়ের দিনটা ছিল রশিদের ২৬তম জন্মদিন। ৫ উইকেট নিয়ে বিশেষ দিনটি রাঙিয়ে রাখেন রশিদ।

আইএসএলে আজ মুখোমুখি মহামেডান ও মোহনবাগান

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: মোহনবাগান এবং মহামেডান এসির মধ্যে প্রতিযোগিতা ভারতীয় ফুটবলের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আবার এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন দেশের শীর্ষ লিগে মুখোমুখি হবে তখন যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
মোহনবাগান এবং মহামেডান ২০২৪-২৫ আইএসএল সুপার লিগ মৌসুমে উদ্বোধনী কলকাতা ডার্বিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত আজ শনিবার। মোহনবাগানের যথেষ্ট ভালই রেকর্ড রয়েছে - সাতটি জয়, দুটি ড্র এবং দুটি হারের সাথে। শুক্রবার ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মলিনা বলেন, তাদের রক্ষণে উন্নতি করার জন্য আক্রমণে উন্নতি করা দরকার।
কারণ আক্রমণ যত ভালো হবে রক্ষন-ও ততটাই ভালো হবে। মহামেডান এসির প্রধান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ সব তাদের প্রথম আইএসএল ম্যাচে জয় সত্ত্বেও সতর্ক রয়েছেন, প্রতিভাবান মোহনবাগান দলের চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে। চেরনিশভের মতে তাদের লক্ষ্য ছিল এই লিগে উচ্চমানের ফুটবল প্রদর্শন করা আর যেটি তারা পেরেছেন। মাত্র দুটি খেলার পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা দুর্দান্ত ফুটবল খেলতে সক্ষম এমনকি এখন আইএসএল গেম জিততেও সক্ষম। আইএসএলে চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে আইএসএলে প্রথম জয়ের পর আইএসএলের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় দল হওয়ার সুযোগ রয়েছে মোহনবাগানরে বিরুদ্ধে ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেওয়া।
মোহনবাগান যথেষ্ট শক্তিশালী দল, আর মহামেডানও যথেষ্ট শক্তিশালী দল। আর তার প্রমাণ আমরা গত তিন তিনটে ম্যাচে পেয়েছি। তারই ফলবশতো ম্যাচগুলি যে কতটা চিত্রকর্ষক হতে চলেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না।

রিজওয়ান বা শাহিন নন, পাকিস্তানের অধিনায়ক হতে পারেন অন্য কেউ

আপনজন ডেস্ক: বাবর আজমের অধিনায়কত্ব নিয়ে যখন সমালোচনা চলছিল, তখনই মোহাম্মদ রিজওয়ানকে দায়িত্ব দিতে বলেছিলেন কেউ কেউ। রিজওয়ানের পাশাপাশি পাকিস্তানের সাদা বল ক্রিকেটের অধিনায়ক হিসেবে আলোচিত হয়েছে শাহিন আফ্রিদির নামও। মার্চে বাবরকে দ্বিতীয় দফা নেতৃত্ব দেওয়ার আগে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক ছিলেন আফ্রিদিই। এবার বাবর আজম অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই রিজওয়ান, শাহিনই নেতৃত্বের দৌড়ে এগিয়ে থাকার কথা। তবে পাকিস্তানের গণমাধ্যম বলছে অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটারের নেতৃত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরং ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে অন্য তিনজন।
এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের খবরে বলা হয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের পরবর্তী অধিনায়কত্ব পাওয়ার বিবেচনায় আছেন সৌদ শাকিল, ফখর জামান ও সালমান আলী আগা। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে সহ-অধিনায়ক ছিলেন শাকিল। ২৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান টেস্টে পাকিস্তানের নিয়মিত মুখ। তবে ১৫টি ওয়ানডে খেললেও পাকিস্তানের হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি। পিএসএলে খেলেছেন মাত্র এক মৌসুম, সেখানে অবশ্য ১৪১.৬৬ স্ট্রাইক রেটে ৩২৩ রান করেছেন তিনি। সীমিত ওভারের ক্রিকেট বিবেচনায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকেন অবশ্য ফখর। আট বছর ধরে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৮২ ওয়ানডে ও ৯২ টি-টোয়েন্টি। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণে তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে ভালো যায় সাদা বলের ক্রিকেটই। পিএসএলে লাহোর কালান্দার্সকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে ফখরের।

গান্ধীজির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দানবীর অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধির ১৫৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বাড়গড়চুমুকের দানবীর অ্যাকাডেমির সংলগ্ন মাঠে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়। গান্ধিজির ছবিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। খেলার উদ্বোধন করেন অ্যাকাডেমির সম্পাদক সেখ জোবায়ের হোসেন (শিমুল)। খেলাতে অংশগ্রহণ করেন দানবীর অ্যাকাডেমি, দানবীর হেলথ কেয়ার এবং দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। ফাইনালে ওঠে দানবীর অ্যাকাডেমি ও দানবীর হেলথ কেয়ার। ৯৯ রানে জয়ী হয় দানবীর হেলথ কেয়ার। খেলায় ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেখ আশিক এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মিজানুর। দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে সবার মন জয় করে রনিবুল। উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্ররা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**